শতদল

কান্দী রাজ কলেজ ★ ছাত্র-সংসদ : ২০১৬-১৭

সাধারণ সম্পাদক - দীপঙ্কর ঘোষ (পল্লব)
সহঃ-সাধারণ সম্পাদাক - ইনজামামুল হক

পত্রিকা সম্পাদিকা
১। মানসী মণ্ডল, ২। মধুমিতা চন্দ্র, ৩। সোহিনী উপা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কান্দী রাজ কলেজ পত্রিকা

শতদল

কান্দী ★ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ ১৯৫০

ছাত্র সংসদ : ২০১৬ - ২০১৭

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিয়াছ,
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও।

বার্ষিক সংকলন : ২০১৬ – ২০১৭

শোক প্রস্তাব

সপ্তর্ষী উপাধ্যায়

তনুশ্রী দত্ত

চৈতালী পাল

কান্দী রাজ কলেজ -এর বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্র সপ্তর্ষী উপাধ্যায়, বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী চৈতালী পাল ও বি.এ. তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী তনুশ্রী দত্ত -এর অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

উনাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং উনাদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

সৌজন্যে–

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত

ছাত্র সংসদ

কান্দী রাজ কলেজ

দ্বারকেশ্বর দত্ত (অধ্যক্ষ)
সভাপতি, ছাত্র সংসদ

দীপঙ্কর ঘোষ (পল্লব)
সাধারণ সম্পাদক

ইনজামামুল হক
সহ-সাধারণ সম্পাদক

...নন্দ মণ্ডল
...পদেষ্টামণ্ডলী

অমিত কুমার দাস
সহঃ সভাপতি, ছাত্র সংসদ

অনিরুদ্ধ মণ্ডল
উপদেষ্টামণ্ডলী

মানসী মণ্ডল
পত্রিকা সম্পাদিকা

মধুমিতা চন্দ্র
পত্রিকা সম্পাদিকা

সোহিনী উপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদিকা

সফিউর রহমান
সাংস্কৃতিক বিভাগ

সুজন সেখ
সাংস্কৃতিক বিভাগ

পতিত পাবন মণ্ডল
সাংস্কৃতিক বিভাগ

সইফ আলী
সাংস্কৃতিক বিভাগ

রবিউল ইসলাম
নবীন বরণ বিভাগ

ফারুক-এ-আজম
নবীন বরণ বিভাগ

দ্বিপায়ন ঘোষ
নবীন বরণ বিভাগ

গিরিশ চন্দ্র দাস
নবীন বরণ বিভাগ

এবাদত সেখ
ক্রীড়া বিভাগ

কবিরুল ইসলাম
ক্রীড়া বিভাগ

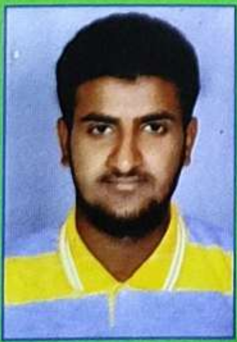

মেহেবুব সেখ
ক্রীড়া বিভাগ

অনিমেষ ঘোষ
ক্রীড়া বিভাগ

গোলাম নবি আজাদ
বুক ব্যাঙ্ক

ইসয়ার সেখ
জিমন্যাসিয়াম

অরিন্দম ঘোষ
রিডিং রুম

আসমান সেখ (হায়েনা)
রিডিং রুম

Suvendu Adhikari

MINISTER-IN-CHARGE
TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Paribahan Bhawan (1st floor)
12, R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001
Ph. No. (033)2262-5402(Telefax) / (033) 2262-5403 (o)
Email: adhikarisuvenduwb@gmail.com

D.O. No. [illegible]

Dated, the 26th February, 2018

MESSAGE

I am happy to learn that **Kandi Raj College** of Murshidabad is going to bring out their annual magazine **"SHATADAL"**.

A college magazine helps record the curricular and extra-curricular journey of the college and provides an opportunity to the students to showcase their talent and explore their creative potential. Alongside academic and curricular inputs, co-curricular and extra-curricular activities help shape the overall personality of the student.

I extend my greetings and best wishes to the teachers and students of Kandi Raj College and wish their endeavours my very best.

(Suvendu Adhikari)

Teacher-in-Charge
Kandi Raj College
Kandi, Murshidabad
PIN - 742137

APURBA SARKAR
Member,
West Bengal Legislative Assembly

P. O. : Kandi
Dist. : Murshidabad
M. : 9434336091
e-mail : sarkar.apurba.sarkar@gmail.com

Date ....

-ঃ শুভেচ্ছাবার্তা ঃ-

কান্দী রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিক পত্রিকা **"শতদল"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। শিক্ষার আলোকছটায়, আগামী দিনে ছাত্র সংসদের গঠন মূলক প্রচেষ্টা আরো গতি লাভ করুক এবং শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হোক সবার মাঝে। এই কামনা করি। ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয় কুসুমিত হোক এই শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা-সহ

অপূর্ব সরকার
সদস্য
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

KANDI RAJ COLLEGE
(Govt. Sponsored)
Ph. No.-03484- 255230
Kandi- 742137
Murshidabad, West Bengal
E mail: principalkrc.krc@gmail.com
www.kandirajcollege.com

Ref. ....

Date: 25.01.2018

Message

I have the immense pleasure to inform you that Students' Union of Kandi Raj College is going to publish the annual magazine entitled " **SHATADAL**" for the academic session 2016-2017.

Hope, this magazine will help to manifest the internal power of expression of my colleagues and especially of our beloved students which remains unexplored due to want of proper opportunity and space.

With best wishes.

Teacher-in-Charge
Kandi Raj College
Kandi, Murshidabad
Teacher-in-Charge
Kandi Raj College
Kandi, Murshidabad

ছাত্র সংসদের প্রতিবেদন (২০১৬-২০১৭)

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী বন্ধু,

দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা ছাত্র সংসদ পরিচালনা করে আসছি শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেমের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে। তোমাদের আন্তরিক ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাধারণের অবস্থার পরিবর্তনের সাপেক্ষে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কান্দী রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ দায়িত্ব পালনে অটুট, কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর, আজ নতুন বাংলা সবুজের সমারোহে উজ্জ্বল, নতুন বাংলা আজ সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব বাংলা।

কান্দী রাজ কলেজ -এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি কখনও একা চলতে চাইনি, ছাত্র সংসদ এর সদস্যগণ, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মহাশয় ও মহাশয়াদের মূল্যবান পরামর্শ আমার চলার পথকে প্রশস্ত করেছে, ছাত্রভর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আউটডোর গেমস এর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীর যে কোনো সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছি। তাদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সংগঠিত করতে পেরেছি, বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ -এর প্রতি যে মমত্ববোধ তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমরা বিরোধীতার জন্য কোন ক্ষেত্রেই বিরোধীতা করিনি, ন্যায়-অন্যায় বোধটা মাথায় রেখে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় সবসময় কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমরা অনুভব করেছি সকলকে নিয়ে কাজ করার আনন্দই আলাদা।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদ : ২০১৬ - ২০১৭

-ঃ আমরা যা করতে পেরেছি ঃ-

- বহুদিনের আন্দোলনের ফলস্বরূপ আমরা সংস্কৃত সাম্মানিক এবং শিক্ষাবিজ্ঞান ও আরবী জেনারেল কোর্স-এ চালু করতে পেরেছি।
- ক্লাস ফাঁকি দেওয়া চলবে না, এই মর্মে শিক্ষক-শিক্ষিকা-ছাত্রদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি, জানিনা তা কতটা উনারা রাখবেন। (অবশ্যই যারা ফাঁকি দেন)
- বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করতে গেট গার্ডের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।
- কলেজ গেট সহ বিভিন্ন ভবনের পুনঃনবীকরণ করা হয়েছে।
- দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফান্ডের টাকায় পড়াশোনা ব্যবস্থা করতে পেরেছি।
- ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কাজ ও অভিযোগ ঠিকঠাক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য ছাত্র-সংসদ অফিস নতুনভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- কলেজের অফিসগুলি কম্পিউটারাইজড করতে সক্ষম হয়েছি।
- কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক স্বতন্ত্রকক্ষ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জন্য চালু করতে পেরেছি।
- কলেজের রিডিং রুম সুসজ্জিত করতে পেরেছি।
- সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্মরণে Geography Department কে গীতাঞ্জলি ভবনে রূপান্তর।
- বিজ্ঞান বিভাগের কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে "নির্ঝর জলসত্র" (বিশুদ্ধ পানীয় জল) গড়ে তুলতে পেরেছি।
- কলেজ ক্যান্টিনকে নবরূপে প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি।
- ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে বিভাগ অনুযায়ী আলাদা আলাদা গ্রন্থাগার স্থাপন করতে পেরেছি।
- পুরোনো কলেজ গেট -এর স্থানে আধুনিক ও সুসজ্জিত কলেজ গেট তৈরী করতে পেরেছি।

শিক্ষার প্রগতি সংঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেম

।। ধন্যবাদ ।।

মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী কে সম্মান জানিয়ে, জেলার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদ জানাই কুর্ণিশ এবং জেলাবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই ধন্যবাদ।

॥ সূচীপত্র ॥

কবিতা	কবি	পৃঃ	কবিতা	কবি	পৃঃ
একটি স্বাগত কথন ঃ	শ্রীমতী সুস্মিতা ঠাকুর	১	পঁচিশ তারিখ	পূর্ণিমা প্রামাণিক	১৪
যুদ্ধযন্ত্র	হরষিত ঘোষ	২	"ও মোন পাখি শুধু তোমার প্রতি"	অচিন্ত মণ্ডল	১৫
কথা কথা	ঋতুপর্ণা ঘোষ	৩	অন্তরাল	পত্রালী মণ্ডল	১৫
আমার গ্রাম ও স্বপ্ন	দীপিকা চ্যাটার্জ্জী	৩	পিতা মাতার প্রতি	অমিত পাল	১৫
নিঃশেষ	মণীষা রায়	৪	ভালোবাসার পৃথিবী	সৌরভ সেখ	১৫
পথের ধারে	রিয়া মণ্ডল	৪	আজকের ঘুমন্ত সাহিত্য	শুভজিৎ পাল	১৬
তন্দ্রাহীন	অভিজিৎ সামন্ত	৫	শূন্য খাতা	শুভম দাস	১৭
স্মরণীয়	মহঃ ইলিয়াস কবীর	৫	জীবন বিদ্রুপ	অভিজিৎ দে	১৭
আমার প্রেম	সাইফুদ্দিন আহমেদ	৫	অনন্যা	সুপ্রভাত প্রামাণিক	১৮
আমি একটি মেয়ে	আজিজা সুলতানা	৬	স্বপ্নতরী	সুফল মণ্ডল	১৮
পরিণীতা	লালকৃষ্ণ মণ্ডল	৬	পরিবর্তন	সুফল মণ্ডল	১৮
গ্রামের দেবতা	রাজকুমার প্রামাণিক	৭	বিবাহ	রিমো পাল	১৯
ভুলিও না আমায়	জয়দেব দে	৭	মায়ের কোল	সুফল মণ্ডল	১৯
দর্পহারা	দেবশঙ্কর মণ্ডল	৭	বৃষ্টি	স্বাতী দাস	২০
সভ্যতার সঙ্কট	প্রভাত ঘোষ	৮	ভাবান্তর	মহঃ ইলিয়াস কবীর	২০
বীরপুরুষ বিবেকানন্দ	করবী ঘোষ	৮	স্টুপিড বোলো না	কুশল মণ্ডল	২১
Love is	Priyantan Ghatak	৮	অপেক্ষা	প্রণব দাস	২১
খাঁচাহীন পাখি	কুশ মণ্ডল	৯	যুবক	করমান সেখ	২২
সাবধানি	সুদীপ মণ্ডল	৯	আধুনিক সভ্যতা	সুলতানাজুহেখা পারভিন	২২
আজকের ভবিষ্যৎ	অচিন্ত মণ্ডল	৯	নজরুল কবি	করমান সেখ	২৩
বাস্তব	ইন্দ্রনীল ব্যানার্জ্জী	৯	চাইনা আর তোমায় আমি	দুলাল চন্দ্র দেবনাথ	২৩
ঝরা ফুল	শুভজিৎ প্রামাণিক	১০	টাকা থাকলে সবকিছু	বাবু পাল	২৩
টাকার কথা	জগন্নাথ মণ্ডল	১০	ডাক্তার আমি M.B.B.S	আতাউর রহমান	২৪
শহীদের মনোবল	বিদ্যাসাগর নন্দী	১১	টাকা বন্দনা	সুদীপ মণ্ডল	২৪
"তুই"	অর্পিতা রায়	১১	ভাষা	মহঃ ইলিয়াস কবীর	২৫
চাষা	সুফল মণ্ডল	১১	রাধার স্মরণে	কেয়া দাস	২৫
জীবনযুদ্ধ	রাজীব মণ্ডল	১২	মনের ছন্দ	সৌরভ সেখ	২৫
In my Dream	Fatema Nasrin	১২	Perdue Ardor	Ayan Biswas	২৬
খেয়াল	অভিজিৎ ভল্লা	১২	কবি প্রণাম	সুরভী দাস	২৬
Love	Indranil Banerjee	১৩	Feelings	Priyantan Ghatak	২৭
ইচ্ছে ছিল	ইন্দ্রনীল ব্যানার্জ্জী	১৩	কর্মহীন	আতাউর রহমান	২৮
আমার অব্যক্ত ভালোবাসা	সাইফুদ্দিন আম্মেদ	১৩	বেহায়া কাগজ	গদাধর দাস	২৮
আমার...	ডোনা সাহা	১৩	"দৃষ্টিকোণ থেকে"	শুভ দাঁ	২৮
শ্রেষ্ঠনারী	অভিজিৎ দত্ত	১৪	শূন্য হৃদয়	ইবাদত সেখ	[illegible]
সুখ আশা	সৌরভ সেখ	১৪	রাবন রাজা	তনুশ্রী দত্ত	[illegible]
আশা	জুলেখা খাতুন	১৪			

॥ সূচীপত্র ॥

কবিতা	কবি	পৃঃ
বেঁচে যাওয়া	সুপ্রভাত প্রামাণিক	৩০
সভ্যতার সংকট	করবী ঘোষ	৩০
এবং আমরা	অয়ন ঘোষ	৩১
হারিয়ে গেছে	ফরমান সেখ	৩২
১৫ই আগষ্ট	প্রভাত ঘোষ	৩২
নামাজ	প্রীতম রুজ	৩৩
অন্তত শেষ ভুলটা নয়	শুভম দাস	৩৩
বিবেকানন্দ হয়ে	ঋজু কুন্ডু	৩৩
একান্তে একদিন	মণীষা রায়	৩৪

বিষয়	কবি	পৃঃ
শিক্ষকের প্রতিজ্ঞা	সন্দিপ কুন্ডু	৩৫
প্রেম রোগ	জগন্নাথ মণ্ডল	৩৫
ছাত্র-আজকের সময়	রতিকান্ত দাস	৩৬
প্রজন্ত-এক থেকে দুই-এ	আবদুল জামান নাসের	৩৮
মিথ্যার ফল	ফরমান সেখ	৪০
অসমাপ্ত সাক্ষাৎ	সাকিল আলম	৪২
চিঠি	নুরজাহা খাতুন	৪৪
কল্পলোকের তারা	অভিজিৎ দে	৪৬
মূর্খের পরিচয়	ফরমান সেখ	৪৮
সমরেসের Diary	প্রণব দাস	৫০
ভালোবাসার প্রতিদান	ইন্দ্রজিৎ পাল	৫৪
Yoga : A New Resurrection from Loneliness	Dr. Somnath Das	৫৫
Library beyond the four walls : prospects and possibilities	Suparna Naskar	৬০
New Dimension in Digital Era of Information Technology	Tuhin dey	৬১

"এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবে না, যারা খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখেও কিছু করেনা তাদের জন্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে।"

—আইনস্টাইন

কবিতা

একটি স্বাগত কথন ঃ

○ শ্রীমতী সুস্মিতা ঠাকুর (অধ্যাপক, কান্দী রাজ কলেজ)

"আমি চলে যাবার পর, প্রতিদিন একটি করে অক্ষর
গণনা করো (আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ের),
যেদিন তুমি শেষ অক্ষরটিতে পৌঁছবে,
সেইদিন আমার প্রেরিত দূত তোমার কাছে
আসবে, তোমাকে আমার অবরোধে নিয়ে যেতে।"

–অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ষষ্ঠ অঙ্ক

অস্তিত্ব বলতে শুধু এটুকুই আছে,–
একটি নামের মাঝে অভিজ্ঞান শুধু !
অব্যক্ত অঙ্গীকারে কত নত হবে !

অন্য নিরপেক্ষ প্রতিবিম্ব প্রণয়নে
স্বাধীনতা নেই ; ভিন্ন সামাজিক ভাষা ;
আচারেও বহমান স্বতন্ত্রধারা।
নাগরিক বৈদগ্ধ্যের বাণিজ্য কেবলই !

সবুজ পাতার ফাঁকে নীলাকাশ হাসে,
হাতছানি দিয়ে যায়, - ডাকে দূরদেশে ;
নিঃশব্দ নিশীথে কাঁদে একটি হরিণী।

ঈশ্বর অভিমুখী আত্ম পরিচয় লুপ্ত
শূন্যতার সিঁড়ি ভেঙে মহাতীর্থে পাড়ি !
শিল্প হর্ম্যলোকে আজ পরিচয়হীন,–
অসংঘবদ্ধ পদক্ষেপে একটি রমনী।

অতঃপর 'ওঁ শান্তিঃ..." অগ্নিশুদ্ধি, সত্তা বিলোপন ;
সংকলিত শব্দহীন আত্ম পরীক্ষার
প্রজ্বলন ; প্রজ্বলন - প্রজ্বলন শুধু।

যুদ্ধযন্ত্র

O হরষিত ঘোষ

সভ্যতা আমি তোমার জন্য লজ্জিত,
তোমার প্রগতি তোমার অস্তিত্বের পরিপন্থী
ধ্বংসলীলাই মত্ত তুমি বিচার ক্ষমতা হারিয়েছ কি ?
গাছ কেটেছ, বরফ গলিয়েছ, পরিবর্তন করেছ ক্লাইমেট, বিশ্বউষ্ণায়ন সভ্যতা তোমারই দান,
তাও আত্তসমালোচনা করতে শেখনি তুমি ?
আজ আবার বসন্তের প্রাক্কালে তোমার রক্তের হোলি।
রাশিয়ার শিশুর সাথে সিরিয়ার শিশুর যুদ্ধ।
সন্ত্রাস রুখতে তীব্র সন্ত্রাস
তোমার মতোই
প্রগতির জন্য ধ্বংস,
সভ্যতা আমি তোমার জন্য লজ্জিত।
ভূমিষ্ঠ শিশু, রাজনীতি জানে না, সন্ত্রাস বোঝে না, ধর্ম চেনেনা,
ক্ষমতার স্বাদ পাইনি, তবু লড়ছে
রাশিয়ার শিশুর সাথে তবুও সিরিয়ার শিশুর যুদ্ধ।
প্রগতির নামে যন্ত্র এনেছ, সহজ করেছ জীবন,
জীবন কোথায় সভ্যতা ?
যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোল এ চলছে মানুষ
হাঁটছে মানুষ
খাচ্ছে মানুষ
লড়ছে মানুষ
যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোল এ প্রেম ও হয়, শিখিয়েছ তুমি।
যুদ্ধে যন্ত্র ব্যবহার করছে মানুষকে,
মানুষের রক্তে অভিসিক্ত যন্ত্রের সিংহাসন,
এ যে তোমার রক্ত সভ্যতা,
অনেক দূর এগিয়ে গেছ তুমি, ফেরার পথ রুদ্ধ
সন্তানের থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধা যেমন মৃত্যুর অপেক্ষা করে,
তোমার এখন সেই অবস্থা।
একি সভ্যতা, তুমি অনুতপ্ত ?
তবে হোক যুদ্ধ, রক্তের বন্যা আসুক,
বিশ্বের সব পরমাণু একসাথে ধেয়ে আসুক
আছড়ে পড়ুক মাটিতে, সব যন্ত্র সব বারুদ

–পরের পাতায়

জ্বলে যাক ভয়ঙ্কর অগ্নিপিন্ডে
নিস্তব্ধ অন্ধকার শান্তি নামুক পৃথিবীতে।
তারপর আবার কয়েকশ বছর পর
ফসিলস থেকে জন্ম নিক ফিনিক্স,
সবুজ ঘাস
টাইটান ক্রনাস সৃষ্টি করুক নতুন বিশ্ব, নতুন সভ্যতা,
আর মানুষ নয়, শুধু পশু.
বুদ্ধি নয় জন্মাক শুধু আবেগ,
যন্ত্র নয় জন্ম হোক শুধু শিশুর
সিরিয়ার শিশু নয়, রাশিয়ার নয়,
মার্কিন নয়, কোরিয়ান নয়
শুধু নব্য সভ্যতার নব্য শিশু
যারা জানে না মানচিত্র আঁকতে।।

কথা কথা

○ ঋতুপর্ণা ঘোষ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

কথা দাও তুমি মোরে
ভুলিবে না কোন দিন।
বাঁকা হাসির সোহাগ দিয়ে
মনে রেখো চিরদিন।
ভালোবেসে মালা গেঁথে
রেখেছিলাম যত্ন করে।
এ মালা তুমি ছিঁড়োনা গো
মোর সাথি।
ফাগুন যদি যায় যাক,
মরমে মায়া রাঙা থাক।
হৃদয় দিয়ে চেয়েছিলাম যা
তোমার মধ্যে পেয়েছি দেখা।
ভেজা চাঁদনীর গায়ে দেখো লেখা
এ মন তোমায় দিলাম।
মাধুরি জড়ানো এক মায়া রাতে
স্বপ্নে তুমি এলে মোর কাছে।
হাত দুটি ধরে বললে আমায়
তোমার কথা দিলাম।।

আমার গ্রাম ও স্বপ্ন

○ দীপিকা চ্যাটার্জী (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

গ্রামটি আমার যাদবপুর
যেখানে আমার বাড়ি।
এই গ্রামেতে জন্ম নিয়ে
ধন্য আমি ভারি।।
আমরা হলাম ভবিষ্যতের
সদ্য নতুন কুঁড়ি।
সীমাহীন এই গ্রামের মধ্যে
গ্রহের মত ঘুড়ি।।
আমরা এবার বড় হব।
গড়ব নতুন দেশ।
কত স্বপ্ন মনে জেগেছে
নেই তো তাহার শেষ।।
অন্যায়কে দেব না প্রশ্রয়
বিচার আমরা করবো।
তাতেও যদি মরতে হয়,
সত্য পথে মরব।।

নিঃশেষ

○ মণীষা রায় (বি.এ., প্রথমবর্ষ)
ইংরেজী সাম্মানিক

নাম না জানা
অচীন দেশের এক প্রজাপতি ; তার
বড়ো দুঃখ।
তার সব সাথীরা কত রং বেরঙের।
কিন্তু তার গায়ের রং ফ্যাকাশে।
একদিন এক গোলাপের কাছে গিয়ে
সে বলল—
তোমার লাল রঙ আমায় দেবে ?
যদি দাও,
আমি তোমায় খুব ভালোবাসবো
লাল গোলাপ,
সব রঙ উজার করে দিল।
পরিবর্তে প্রজাপতি খুশি হয়ে—
তাকে চুম্বন
করল। এখন গোলাপ যৌবন হারা
কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না।
সে মনের দুঃখে দিন কাটায়।
শুধু প্রজাপতির ভালোবাসা
তার শান্ত্বনা।
কিছু দিন পর গোলাপটি দেখলো,
তার রঙে রাঙানো প্রজাপতিটা
অন্য একটি ফুলে গিয়ে বসেছে।
খুব কষ্ট হল গোলাপের। তবুও
বুকে কষ্ট
চেপে রেখে সে মুচকি হাসলো।
তার প্রজাপতিকে
নতুন জীবনের অভ্যর্থনা জানিয়ে
নিজে ঝড়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকলো।।

'পথের ধারে'

○ রিয়া মণ্ডল (বি.এ., প্রথমবর্ষ)
ইংরেজী সাম্মানিক

জনমানবশূণ্য নিশ্চুপ পথে
একলা হেঁটে চলি
দূরদুরান্তে নাহি কেহ
কারও সাড়া নাহি মিলি,
ক্লান্ত ঘাসের উপর
শিশির শয্যাশায়ী।
বাতাস বয়ে যায় নূপুরের ন্যায়
অলক্ষ্য সুন্দরী।
কাশের দোলায় মনকে মাতায়
ভরা মাঠের শস্য ;
শাপলা শালুকে সাজায় ডালি
নদী বহে শুনি তার কুলু কুলু ধ্বনি
একলা নিভৃতে হেঁটে চলি
মন আমার সুদূর পিয়াসী।
জানিনা কোথায় চলেছি
এ নদী - এ মাঠ আমায় ডাকছে
আমি যাব
আমাকে যেতে হবে
দূরে বহু দূরে।

"ধৈর্য তিক্ত, কিন্তু ফল সুমিষ্ট।"
- রুশো

তন্দ্রাহীন

○ শুভজিত সামন্ত (বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ)
গণিত সাম্মানিক

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেল
বসেই ছিলেম বারান্দায়,
তার আসার আশায়।
মেঘের গায়ে মেঘ জমেছে
তারই ফাঁকে ফাঁকে সূয্যি উঁকি দিচ্ছে,
গোরুর পাল সার বেঁধে আসছে।
সন্ধ্যে হল,
প্রদীপ জ্বলল, তুলসি মঞ্চে
তবে সে যে আসবে বলেছিল !
কোথায় ?
তার তো কোন আভাস পাচ্ছিনে,
জোনাকীরাও বেরিয়ে পড়েছে।
মিটমিট করে জ্বলছে আপন আলো।
দরজাটাও হাট করে খোলা,
তারই জন্যে।
চাঁদ সরে মাঝ আকাশে।
তবে কী...
তবে কী সে আসবেনে ?
সে কি হারিয়ে গেল,
দূর দিগন্তে....
না ! এসেছে...
দরজায় ঠকঠক শব্দ,
কে ?
কেউ কোথাও নেই।
তবে কী আমার মনের ভুল,
হবে হয়তো।
এসব ভাবতে ভাবতে,
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি
তার টেরও পাইনে।

স্মরণীয়

○ মহঃ ইলিয়াস কবীর (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

কত ইতিহাস গড়ে উঠেছে
এ ধারত্রীর মাটির স্তরে
নিপুণ নৈপুন্যে যাহা
দেখ তাহা রয়ে যায়
এ মানবের স্মৃতির পরে
জীবনের জাল ছবি যাহারা রচে
স্মৃতি থেকে তাহা নড়ে চড়ে উপরে যায়
যাহা সত্য যাহা সুন্দর
যাহা জীবন শৈলী
চিরকাল স্মৃতিময় রয়ে যায়।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র দেখ
আলো দেয় ধরণী বুকে চিরকাল
ভাবনার সে কর্ষণ উর্ধলোকে
সৌরভিত ফুল যাহা ফুটে
সুগন্ধে ধরণীপূর্ণ করে
নিশারে নিশামগ্ন জীবন যাহারা
নিশিথেই হারিয়ে যায়
জ্ঞান গরিমায় পূর্ণ মানবতা
ধরণী বুকে ম্লাণ যে নাহি রয়।

আমার প্রেম

○ সহিফুদ্দিন আহমেদ (সম্রাট)

বিশ্বভরা প্রেমের প্রতীক,
প্রেমপুজারী সাধ্যকালীন।
এসেছিল মোর হৃদয় মাঝে,
সীমি নামে এক রমনী।
পারিনি বাধিতে মোরে,
তার ওই হৃদয় মাঝে।
আজও তার প্রেমে মোর,
হতে চাই বনবাসী।।

আমি একটি মেয়ে

○ আজিজা সুলতানা (বি.এ, প্রথমবর্ষ)
ইংরাজী সাম্মানিক

কী হয়েছে যে আমি একটি মেয়ে
কেন ? আমি মানুষ নই ?
আমিও তো সেই মহান ঈশ্বরের সৃষ্টি।
তাহলে কেন তবে ধিক্কার, কেন বঞ্চনা
তবে কেন বাধা, কেন অপমান।
এতে আমার কী দোষ, জন্মালাম একটি মেয়ে রূপে
আমার কী অপরাধ, জন্মালাম মেয়ে নামে কলঙ্ক মাথায় নিয়ে।
সবাই তো তোমাদেরই সৃষ্টি, সবই তো তোমাদের তৈরী কুসংস্কার।
তোমরাই বল আমি নাকি দুর্বল, আমার শারীরিক শক্তি নেই।
আমি পারবোনা পুরুষের মত উপার্জন করতে।
তোমার সংসারের ভরনপোষন করতে।
তোমরাই বল আমি নাকি অসহায়, তোমার উপর
নির্ভরশীল, নিজের কাজ নিজে করতে পারিনা।
সত্যিই কী তাই ? কখনো দেখেছ আমাকে দায়িত্ব
দিয়ে, কখনো দেখেছ আমাকে বিশ্বাস করে।
লোকে বলে ছেলের বাবা ভাগ্যশালী, তার ঘরে বিত্ত বৃদ্ধি পায়।
আর মেয়ের বাবা অভাগা, পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়।
পণপ্রথা তো তোমাদেরই সৃষ্টি, এতে আমার কী অপরাধ ?
সেই ছোট্ট বেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি
সেই পরিবেশ-পরিবার, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন
সকলকে ছেড়ে পরের ঘরে যেতে হয়।
অন্য পরিবারকে আপন করে নিতে হয়।
নিজেকে তাদের কাছে উজাড় করে দিতে হয়।
কখনো স্ত্রী, কখনো বউমা, কখনো বা মা হয়ে
সকলের মন জয় করতে হয়।
তবে কী ? আছে কোনো অধিকার ? আছে কোনো স্বাধীনতা ?
সবাই বলে মেয়েরা নাকি আজ স্বাধীন, তাদেরকে
সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে।
সত্যিই কী তাই ? তাহলে আজও কেন পণ দিয়ে
মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়।
আজও কেন মেয়েদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া
হয় যে সে মেয়ে।
আজও কেন মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ্যে বস
পারেনি।
এই অত্যাচারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আমাকে
যতই অসহায় ভাবুক, আমাকে যতই অপমা
করুক।
আমি গর্বিত যে আমি একটি মেয়ে, আমি
লক্ষ্মীর রূপ।

পরিণীতা

○ লালকৃষ্ণ মণ্ডল (বি.এ, তৃতী

আজ আবার তোমায় দেখে
সেই শুকনো শ্যাওলামাখা রাস্ত
সিঁড়ি বেয়ে তুমি নেমে এলে
হতে পারে একটু ব্যাস্ততায়,
একটু ধূসর বিকেলের শেষে
কিছু তারা সাজানো সন্ধ্যায়
দাঁড়িয়ে আছি হলদে পাতার
সামান্য কিছু অ-প্রাপ্য আশায়
কিছুদিন ধরে তোমায় দেখিনি
বেড়ে গেছে অবুঝ ব্যাকুলতা
একলা রাত্রে অনুভব করেছি
খুঁজে পাইনি চারপাশটা,
কাগজে হলেও সুযোগ পেয়ে
বলতে চাই বোবা মনটা
এখনও তোমায় ভালোবাসি
শুধু তোমায় পরিণীতা।

কান্দী রাজ কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী -এর উদ্যোগে বই প্রদর্শনী

বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন

প্রাণের দেবতা

○ রাজকুমার প্রামাণিক (বি.এস.সি, দ্বিতীয়বর্ষ)
গণিত সাম্মানিক

ধোঁয়াশায় ভরা জীবন যে মোর
ক্ষীণ আলো টুকু নাই,
অসহায় বড়ো এ জীবন আমি,
কেবা দিবে মোরে ঠাঁই ?
বসে আছি প্রভু পথ চেয়ে তব,
কবে দিবা মোরে দেখা–
জীবনের এই ব্রতপথে শুধু
তোমার ছবিই আঁকা।।
সুখ-দুঃখ সবই শাঁপিয়াছি প্রভু
তোমার চরণ তলে,
অপেক্ষা শুধু তোমার তরে
নয়ন ভেসেছে জলে।।
দিবানিশি জপি তোমারই নাম,
পাব দেখা কোন কালে ?
ভাবনা ফুরালো জড়ায়ো যে পারি
তোমারই মায়ার জালে।।
যুগে যুগে প্রভু আসিয়াছো তুমি,
নানান অবতারে,
তোমা পাদতলে ঠাঁই যেন পাই
করুণা করো আমারে।।

ভুলিও না আমায়

○ জয়দেব দে (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)
বাংলা সাম্মানিক

জন্মলইয়াছি যখন এই বঙ্গভূমিতে
তখন রাখিয়া যাইতে হইবে নিজপরিচয়
রাখিয়াও, পরিচয় প্রিয়া ভুলে যাও যদি আমায়
সেসব বেদনা কী সহ্য হইবে মোর প্রাণে ?
তাই সহসা বসে যখন ভাবি তব কথা
দুঃখে মোর ভরে যায় হৃদয়।
যাইবার আগে বলে যায় যত ছাত্রদল
ভুলিও না আমায়, ভুলিও না আমায়।
রেখে দিও মনের কোণে
একটু যদি থাকে স্থান
রাখিও যত্ন করে, সেই স্থানে।
আজ তিনটি বৎসর ধরে
খুঁজিয়াছি মোর প্রিয়াকে
তবু পাইনি খুঁজে মোর লাগি
প্রিয়ার একটু ভালোবাসা
ভুলিও না আমায়
এ হেন মোর প্রার্থনা, রেখো মনে
ভুলিও না আমায়, ভুলিও না আমায়।

দর্পহারা

○ দেবশঙ্কর মণ্ডল (প্রাক্তন ছাত্র)

অহংকারের দর্পে মাতো
পুরুষ বলে অবিরত।
কীসের তোমার দেমাক এত ?
যখন কর্ম করো বর্বরের মত।
চারবছরের শিশুটিকেও দিলেনাকো নিস্তার
গর্ব করে বলো আবার তুমি নাকি দুর্বার।
এমনি করে আর কতকাল ?
করো এবার অন্ত।
দাঁড়াও ওহে পুরুষ পথিক,
মানবজাতি যে ক্লান্ত।

সভ্যতার সংকট

○ প্রভাত ঘোষ (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ)
বাংলা সাম্মানিক

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কেই নাই,
কথাটি সত্যি, না এ শাস্ত্রের রটনা।
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি,
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি
যখন সকলকে আপন বলে ভেবেছি।
ঠিক সেই সময়ে পথে কাঁটা বিছিয়ে
দেখা দিল সভ্যতা তালে তাল মিলিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা–
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
মুখে যত ডায়ালক আর সাধু ব্যবহার যে,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
ভালো মানুষের সাজে কতজন সেজেছে।
আজ দেখি পশু বলে গাল দেওয়া পশু সে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এরা যে হতে পারে সিধা তা ।
একবারও মনুসত্ত্ব জাগেনি আর মনে,
তাই তিনি চলেছেন অপরের অকল্যাণে।
আজ তিনি নবরূপী মানুষের বংশে
মানুষ ঠেলছেন মানুষের ধ্বংসে।

"প্রত্যেককে বিশ্বাস করা বিপদজনক কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না করা আরো বেশী বিপদজনক।"

—আব্রাহাম লিঙ্কন

বীরপুরুষ বিবেকানন্দ

○ করবী ঘোষ (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)
বাংলা সাম্মানিক

বীরপুরুষ বিবেকানন্দ,
তুমি যে জগতের অনন্য
নাই তোমার কোনো তুল্য।
তুমি নির্ভীক, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর করুণাময়,
তুমি ভারতবাসীর হৃদয় করেছ জয়।
তুমি সবকিছু ত্যাগ করে,
ঘুরেছ ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে।
নিয়ে এসেছো আধ্যাত্মিকতা,
জাগিয়েছো তুমি জ্ঞানের দ্বীপশিখা।
দেখিয়েছো তুমি মুক্তির পথ
নিয়ে এসেছো তোমার বাণী,
তাই অন্তরে অন্তরে তোমায় মানি।
তোমার চিন্তায় আমি মগ্ন,
দিনদয়াময় তুমি যে রত্ন।
তোমায় গুরু হিসাবে মেনে
এগিয়ে চলব আমি সম্মুখপানে।

Love is

○ Priyantan Ghatak (B.A.)

Love is the greatest feeling.
Love is like a play.
Love is what I feel.
Even and Everyday.
Love is like a smile.
Is like a song,
Love is a great emotion.
That keeps us going strong.
Love always with my heart.
Bodu and my soul,
Love is the way of loving,
That I can't control.

খাঁচাহীন পাখি

○ কুশ মণ্ডল (প্রাক্তন ছাত্র)

পল্লবে ঘন অরণ্যের মাঝে থাকে দুটি পাখি,
সময় পেলে ইচ্ছে করে মন ভরে তারে দেখি।
জানিনা কেন, কেন সে আমার মনে বাঁধিল বাসা
সময় পেলেই দেখে যে তাদের মনে জাগে বড় আশা
কাটিয়া গেল কত রাত্রির, কাটিল যে কত বেলা,
এল বসন্ত ঢেকে গেল বন শুধু যে ফুলের মেলা।
একদিন দেখি চক্ষু মেলিয়া বাসার মধ্যে ও কী !
ভোরের রাতে জেগে উঠেছে ছোট্ট ছোট্ট জোনাকি।
হলুদ হলুদ পালক লয়ে জেগেছে দুটি ছানা,
ছোট্ট কী না, তাইতো ওদের উড়তে এখন মানা।
সকাল হলেই বাপ মা তাদের করছে কত যত্ন
ভেবে দেখ বন্ধু, ওটাই যে তাদের বহুমূল্য রত্ন।
কালরাত্রি এসেছিল এক বোশেখ মাসের ঝড়
সকালে দেখি বাসাখানি তার হয়নিকো নড়বড়
অনেক অনেক দিন গেল বয়ে, এল নতুন দিন
ছোট্ট ছোট্ট পাখীগুলো হয়েছে রঙীন।
ঘুরতে যাওয়ার সময় হল দিলাম ঘরে তালা,
মনে ভাবিলাম, এখন ওদের উড়তে শেখার পালা।

আজকের ভবিষ্যৎ

○ অচিন্ত মণ্ডল (বি.এস.সি., তৃতীয়বর্ষ)
পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক

ফেলে আসা দিনগুলি, আজ মোকে করে তাড়া
রাস্তা সেসব আজ বুঝি পাতা ঝড়া।
বাস্তবতা যে আজ ভুলাই সে দিনগুলি
তবু ভালোবাসা বলে রয়ে গেছে কিছু বাকি।
স্বপ্নের করাঘাতে নিদ্রা ভাঙে তন্দ্রা আসে
কত সব রাত জেগে, দিন যায় দিন আসে।
ভুলায় না তবু যেন সেই সব দিনগুলি
প্রথম দেখা আর হারানো মুহূর্তাবলি।
ভাবনায় জল ঢেলে চলে গেছ আজ তুমি
অপেক্ষা আমার সে তো রয়ে গেছে শুধু জারি।

সাবধানি

○ সুদীপ মণ্ডল (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)
গণিত সাম্মানিক

সাবধান হওয়া ভালো মিথ্যা যে নয়
অতি সাবধান হলে বিপদ বাড়ায়।
পাড়ার সে মধুখুড়ো ভাবে নিজে জ্ঞানী
সকল কাজেতে তাই বড় সাবধানি।
বাজার করার আগে থলি হাতে নিয়ে
সাবধানে রাস্তায় দাঁড়ালেন গিয়ে।
লোকজন যাতায়াত নহে কেহ স্থির
লরি-গাড়ি-সাইকেল রাস্তায় ভিড়।
মধুবাবু চুপ করে দূরেতে দাঁড়ান
গাড়ি চাপা ভয়ে তিনি 'পা' না বাড়ান।
বিপড় এড়াতে বাবু ঘন্টা দুই পরে
ফাঁকা থলি হাতে নিয়ে ফিরিলেন ঘরে।
খালি হাতে ফেরা দেখে গিন্নি চটিল
কপালেতে হাত রাখি ভাবিতে বসিল।
আশা যাহা মনে ছিল হইল বিলীন
অনাহারে যায় বুঝি আজিকার দিন।
প্রবোধ বাক্যেতে বাবু গিন্নিরে কহিল
অর্থ ও জীবন মোর সকলি বাঁচিল।।

বাস্তব

○ ইন্দ্রনীল ব্যানার্জ্জী (প্রাক্তন ছাত্র)

মানুষ কে আপন ভেবে কী
লাভ... ?
কাউকে হাসালে... সে ভাবে
পাগল...!!!
কাউকে কাঁদালে... সে ভাবে
নিষ্ঠুর...!!!
ঘনিষ্ঠ হলে ভাবে... মতলব খারাপ...
আর হারিয়ে গেলে তো কথায় নাই...
ভাবে স্বার্থপর...!!!

ঝরা ফুল

○ শুভজিৎ প্রামাণিক (বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ)
গণিত সাম্মানিক

যে পুষ্প গেছে ঝরে, তার কী গো অপরাধ ?
তারও কত আশা ছিল, ছিল যে কত সাধ।
ভেবেছিল সে জন্ম লয়ে রবে শাখা মাঝে,
বাড়াবে শোভা প্রকৃতি মায়ের, ফুটবে সকাল সাঁঝে।
আশা ছিল তার হাসি মুখে সে ছোঁবে ঈশ্বর চরণ।
ভাগ্যে যে তার লেখা ছিল এমনি অকাল মরণ।
আজও যারা রয়ে গেছে সবুজ পাতার ফাঁকে,
ভাঙছে না ঘুম তাদের যে আর ঝরা পুষ্পের ডাকে।
অট্টহাসির জোয়ার তাদের অসহায়কে ঘিরে
জানে না তারা, সেই দুঃখ আসবে তাদের ফিরে।
বিধির বিধান খন্ডিবে কে ? এমন যে কার সাধ্য ?
জন্মিলে মরিতে হবে - মানতে সবাই বাধ্য।
তবুও হাজার ব্যথার ছায়া ঝরা ফুলের বুকে,
কত অভিযোগ জমে আছে তার নির্বাক ওই মুখে।
স্বপ্ন ভাঙা দু-নয়নে তার অশ্রু শুধুই ঝরে,
ভাবে শুধু, সেদিন আবার ফিরবে যে কী করে।
শেষ কালে সে ভাবছে, "আমি শিউলী যদি হতাম",
ঝরার পরেও ভগবানের চরণে ঠাঁই পেতাম।।
ভাবনা, সে তো সবার থাকে, সব কী সত্যি হয়,
ঈশ্বরের চরণ প্রাপ্তি সবার তরে নয়।
অসহায় যে, নিরুপায় যে, ঈশ্বর তাঁর সহায়।
মাটির বুকের পুষ্প পেল শিশুর মনে ঠাঁই।
ছোট্ট শিশু নাগাল না পায় সু উচ্চ সেই গাছে,
কুড়িয়ে পাওয়া ফুলটি যত্নে রাখলো নিজের কাছে।
ভাবলো সে ফুল, ভাগ্যে আমার নেইকের শুধুই ব্যথা,
সবার মনেই লুকিয়ে থাকে শত-দুঃখের কথা।
শিশুর মনের পরশ পেয়ে হল সে ফুল ধন্য,
খুশী আছে দুঃখ মাঝেও, খুশী সবার জন্য।।

টাকার কথা

○ জগন্নাথ মণ্ডল (বি.এ, প্রথমবর্ষ)
ইতিহাস সাম্মানিক

সবার প্রিয় পাত্র আমি,
টাকা আমার নাম।
বিশ্বমাঝে আমার মত,
নেইকো কারো দাম।
আমার জন্য সবাই পাগল,
ছেলে, ছোকরা, বুড়ি।
ওদের জন্যই দেখতে পেলাম,
দেশ-বিদেশকে ঘুরি।
বিশ্ব জুড়ে দেখে এলাম,
আমার কদর ভারি।
আমার জন্য পুত্র পিতার,
বুকে বসায় ছুরি।
আমি হলাম দেশের রাজা,
সবাই আমার দাস।
আমার জন্য ঘর ছেড়ে আজ
ওরা করছে বনে বাস।
ওরা আমার জন্য কষ্ট করে,
রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।
আমি কিন্তু থাকি ওগো,
সোনার তৈরি ঘরে।
ছোটো, বড়ো সবার মুখে
শুনছি একটাই কথা।
বাঁচতে গেলে চাই জীবনে,
শুধুই টাকা-টাকা-টাকা !!!

শহীদের মনোবল

○ বিদ্যাসাগর নন্দী (বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ)

নিজের মাকে বাঁচাতে গিয়ে
কেউ যদি করে ছল্,
তবে কী তোরা দোষ দিবি আমায়,
বলবি সন্ত্রাসদল ?
জানতাম আমি, মরতে হবে–
মাকে ভালোবেসে,
জন্ম আমার ধন্য হলো
সোনার বাংলাতে।
মায়ের কোলের ভাইটি আমার
ছিল দেশের আশা,
মাতৃভূমি ছিন্ন করে
সেও বলে প্রাশ্চাত্যের ভাষা !
ভাইটি আমার মন্দ নয় গো
সে তো এখন ছোটো,
বড়ো হলে দেখিস মাগো
হবে আমার মতো।
মিছেই কেন রাগ করিস মা ?
ছাড়ু না ওসব কথা,
সন্ত্রাসবাদী বললেই হলো,
ক্ষুদিরাম না মোর সখা।
আবার আমি আসবো ফিরে
ছেলে হয়ে তোর কোলেতে,
নিবি না আমায় বুকে টেনে
ছেলে বলে তোর ঘরেতে ?

চাষা

○ সুফল মণ্ডল (বি.এ., প্রথমবর্ষ)
ইতিহাস সাম্মানিক

যদি তার না হয় ভালো মুখের ভাষা
ছোটোলোক নয়রে চাষা,
চাষীর জোরে শক্তি জাতির
চাষের মূলে দেশের আসা।
চাষীদের মূর্খ রেখে
দেখ তারে ঘৃণার চোখে,
পাশ করা ভদ্রলোক বলে
ছেড়ে দিয়েছো লাঙল চষা,
তাই আজ দেশের এ দুর্দশা।
মরছে মানুষ বাড়ছে মশা,
সোনার বাংলার এ কী দশা ?
ভুলে গিয়ে বাবুয়ানা
মাটি খুঁড়ে তোলরে সোনা।
সর্বস্ব জ্ঞান নিয়ে হাতে
নেমে আই চাষার ক্ষেতে।
মানুষ যদি হবি এবার
আয়োজন কর ভূমির সেবার।

"তুই"

○ অর্পিতা রায় (বি.এ, প্রথমবর্ষ)
সংস্কৃত সাম্মানিক

আমার সেই 'তুই' টা হারিয়ে গেছে
চিরকালের আড়ি –
আমার মন খারাপের বস্তাটা আজ
বড্ড বেশি ভারী...
ঝগড়া টেনে নিত আবার
মিষ্টি একটা হেসে...
তাকে ঘিরেই উঠত আমার
কান্না হাসির ঢেউ...
কী জানি, সে হয়তো ছিল
আমার মায়ের মতোই কেউ...
হেসে খেলে দিব্য ছিলাম
আমরা দুই প্রাণী –
সে সাজত রাজার রানী
আর আমি হতাম পরী...
আমার সেই 'তুই' টা আমার কাছে
বড্ড আপন ছিল –
হারিয়ে গিয়ে আমায়
পুরো একলা করে দিল।

জীবন যুদ্ধ

○ রাজীব মণ্ডল (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)

গ্রীষ্মের দিনে সূর্যের ওই তপ্ত অগ্নিকান্ডে,
ঝলসে দেয় মাঠ-মাটিকে, ঝলসায় মানুষকে।
তপ্ত মানুষ তখন শুধু গরম গরম বলে,
বর্ষা এলে তারা যেন বড়োই সুখে থাকে।
বর্ষা যখন নেমে আসে বড়ই মজা লাগে,
বর্ষার ওই অঝোর ধারায় ভিজতে ভালো লাগে।
দুদিন পড়ে কাদায় যখন ভরে এদিক-ওদিক,
তখন ভাবি হয়তো বোধ হয় শীত ঋতুই ঠিক।
শীতের শুরুই অল্প ঠান্ডায় বড়ই ভালো লাগে,
প্রবল ঠান্ডাকে সবাই যেন খুবই বেজার বাসে।
যখন নেমে আসা কুয়াশাতে, দম বন্ধ হয়ে আসে,
তখন ভাবি ভয় কিসের ? ঋতুরাজা আছে।
বসন্ত হল মজার ঋতু, নেই গরম ঠান্ডা,
নেই সেখানে বর্ষার মতো হাঁটুভরা কাদা।
অসুবিধার কিছুই নেই, শুধু আছে মশার কীট,
যে মুখে করে বয়ে এনেছে ম্যালেরিয়ার বীজ।
এই ঋতুতে না হয় সুখ, পরের ঋতুই হবে,
এই ভাবেই কেটে যায় সারা বছরটা ভেবে।
ঠিক তেমনই মানুষ ভাবে, আমি করছি সংগ্রাম যত,
এমন একটা দিন আসবে আমি থাকব সংগ্রাম মুক্ত।
কিন্তু জীবন মানেই সংগ্রাম, আর জীবন মানেই যুদ্ধ,
বয়সের সাথে বেড়েই চলে সবার 'জীবনযুদ্ধ'।

In my Dream

○ Fatema Nasrin (B.A.)
English Honours

In my dream
I see you, I feel you
In my dream
I become so close to you,
In my dream
I go again and again to tell you
that
There is no one like you in my life
In my dream
I want to explain you
that you are the only one
Whom I believe so much
In my dream
I always think the reason
of your coming into me
In my dream
I only get you
And...
the all about is
just because
I love you.

খেয়াল

○ অভিজিৎ ভল্লা (বি.এ., প্রথমবর্ষ)
ভূগোল সাম্মানিক

বর্তমান যুগ হল কম্পিউটারের যুগ।
মানুষই এর আবিষ্কর্তা।
আবার মানুষই এ যন্ত্র চালায়।
যে মানুষ একদিন চার পায়ে হাঁটত,
যারা বনে বাস করত, খেত কাঁচা মাংস,
পড়নে থাকত পশুর চামড়া।
তারাই চালাচ্ছে আজ এই যন্ত্র।
কত উন্নতি করছে মানুষ,
লেখা পড়েছে তা বইয়ের পাতায়।

খেয়াল রেখেছে কেউ কি ?
পৃথিবী আজ ধ্বংসের মুখে পা বাড়িয়ে
যদিও পৃথিবী বিজ্ঞানের হাতের মুঠোয়,
পেরেছে কি রক্ষা করতে ডোডো পাখিকে ?
যে বাস করত মরিসাস দ্বীপে।
কত জীবজন্তু মারা গিয়েছে ?
জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়েছে।
জল চলে গেছে কত তলায় ?
সে দিকে নিশ্চয় খেয়াল নেই কারো।

Love

○ Indranil Banerjee (B.A., 3rd Year)

I cannot breathe
A na no second without you
Cuz I love you.
Cuz I only dream of you,
Cuz I can only think of you
Cuz you are my only reality,
me only truth.
That's the truth...
But how do I convince u of it ?
Thought I should write it on a mirror.
Tell you. Tell the world
That I have no world other than you..
That u are my universe, my life,
My reason for existance.
That much I know... nothing else...
Be my life, my world...

ইচ্ছে ছিল

○ ইন্দ্রনীল ব্যানার্জ্জী (প্রাক্তন ছাত্র)

ইচ্ছে ছিলো তোমাকে সাম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য জড়াবে
ইচ্ছে ছিলো তোমাকেই সুখের পতাকা করে
শান্তির কপোত করে হৃদয়ে উড়াবো।
ইচ্ছে ছিলো সুনিপুণ মেকআপ-ম্যানের মতো
সূর্যালোকে কেবল সাজাবো তিমিরের সাবাবেলা
পৌরুষের প্রেম দিয়ে তোমাকে বাজাবো, আহা তুমূল বাজাবো।
ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে
রাখবো তোমার লাজুক চঞ্চুতে,
জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে।
ইচ্ছে ছিল রাজা হবো
তোমাকে সাম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো,
আজ দেখি রাজ্য আছে
রাজা আছে
ইচ্ছে আছে
শুধু তুমি অন্য ঘরে।।

আমার অব্যক্ত ভালোবাসা

○ সাইফুদ্দিন আহম্মেদ [সম্রাট] (প্রাক্তন ছাত্র)

তোর জীবনে আমার মূল্য কতখানি
আমি জানিনা, কিন্তু আমার জীবনই তুই।
তোর চেয়ে কি নেশা আছে জানিনা,
কিন্তু আমার মন কেড়ে নেই।
তোর হাতে কী জাদু আছে জানিনা,
কিন্তু তোর হাত ধনে মন সাগরে ঝাঁপ দিতে চাই।
তোর মুখে একটু হাসি তোর কাছে জানিনা,
কিন্তু আমার কাছে সারাদিন ভালো থাকার ওষুধ।
তোর ওই খোলা চুল আর হালকা বাতাস.
শুধু তোর চুলই দোলায় না এই মনটাকে দুলিয়ে যায়।

আমার...

○ ডোনা সাহা (বি.এস.সি.)
পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক

মলয় স্রোতে হিল্লোল জাগে
প্রাণে মহুয়ার নেশা
নীরব নয়ন শুধু চেয়ে থাকে
খুঁজতে চেনা ভাষা
একারাত কত কেটেছে কে জানে
নিয়ে কত অভিলাশা
এবার আমি পাবোই তোমায়
আমার ভালোবাস।

শ্রেষ্ঠ নারী

○ অভিজিৎ দত্ত (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)

ওগো বঙ্গেশ্বরী, শ্রেষ্ঠ নারী তোমার করুণা চাই
কোটি বাঙালীর কর্ণধার হয়ে এসেছ এ ধারায়।
মমতাময়ী মমতা তোমার তুলনা নাই,
তুমি দেশের পিতা-মাতা সর্বউচ্চে তব ঠাঁই।
শত বাধা লঙ্ঘন তব লাঞ্ছনা অপমান
জীবন থামে না তুমিও থামোনি নির্ভিক প্রাণ।
যেথায় শুনেছ, অন্যায় নিপীড়ের ক্রন্দন
দুর্বার বেগে চলিয়াছ তেজে মুক্ত করিতে বন্ধন।
নির্লোভী মানব দরদী দুরন্ত বৈশাখী ঝড়
সত্যের পথে আত্মহুতি দিতে অটল অনড়।
যা কিছু করেছ দেশের দশের নিজগৃহ শূণ্য
তুমি নহ সামান্য নারী লোকে বলে ধন্য ধন্য।
রত্নগর্ভা জননী তব দুর্লভ জীবন,
মনের জোরে জয়ী তুমি এ বিশ্বভূবন।

সুখ আশা

○ সৌরভ সেখ (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ)

আমি একটা স্বপ্ন দেখবো
যেখানে তোমাকে পাবার আশা থাকবে।
আমি একটা সুর বাঁধবো
যেখানে তোমার হাসি শুনবো।
আমি একটা জীবন গড়বো
যেখানে তোমার কোমল ছোঁয়া পাবো।
আমি একটা ঘর বাঁধবো
যেখানে তুমি থাকবে সুখী হয়ে।
আমি একটা সুখ আশা করবো
যেখানে তুমি আনন্দে ভাসাবে।
আমি একটা কথা বলবো
যেখানে তুমি থাকবে একলা।
আমি সেই সময় মনে করবো
যেখানে ভেবেছিলাম তোমায় ভালোবাসি।

আশা

○ জুলেখা খাতুন (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)

আশায় কাটে দিন ভোর
আশায় কাটে রাত।
আশায় কাটে সুখ সর্গ
আশায় কাটে দুঃখ।
আশায় কাটে হাঁসি খুশি
আশায় কাটে কান্না।
আশায় কাটে আদর আহ্লাদ
আশায় কাটে অভিশাপ।
আশায় কাটে ভালোবাসা
আশায় কাটে ছলনা।
আশা হল মনের ভাষা
আশাই বাঁচার প্রেরণা।

পঁচিশ তারিখ

○ পূর্ণিমা প্রামাণিক (বি.এ, প্রথমবর্ষ)
বাংলা সাম্মানিক

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
আমরা তোমায় স্মরণ করি,
ধূপের ধোঁয়ায় ফুলের ছোঁয়ায়
বৈশাখ মাসের পঁচিশ তারিখ।।
তোমারই লেখা গান কবিতা,
এবং নাটক ধার করে
বৈশাখ মাসের পঁচিশ তারিখ
আমরা যে দিই পার করে।।
তোমার জন্য কবিগুরু
শ্রদ্ধামত্ত সবার মাঝ
বিশ্বজনীন তুমি মান বাঙালির
হে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।।

"ও মোন পাখি
শুধু তোমায় প্রতি"

○ অচিন্ত মণ্ডল (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)
পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক

তুমি ওই রঙিন পাখি
আমার মনের মধ্যে দিয়ে গেলে উড়ে
মনটা উজার করে।
তোমায় দেখতে গিয়ে আমি,
হারিয়েছি বাড়ির দিশা,
যত পথ আর চেনা মুখগুলি।
মোনটা গেছে চুরি।
প্রাণটা এবার তোমার পিছু দিচ্ছে শুধু পারি।
কাছে এসে বসলে পাশে মনে মনে ভাবি
স্বপ্ন নাকি সত্যি এটা বুঝতে নাহি পারি।
স্বপ্ন ভেঙে গেলে তবে দুঃখ নাহি করি
সকালে যে সেই পাখিটাই মোর ঘুরছে চারি ধারি,
তাকে দেখে দুঃখ কোথায়
আনন্দের রইনা কোনো দাড়ি।...

পিতা মাতার প্রতি

○ অমিত পাল (বি.এ., প্রথমবর্ষ)

পিতা মাতার তুলনা কারো সাথে হয় না,
তাদের জীবনে দুঃখ যেন দিও না।
তাদের অবদানের কথা কেউ ভুলো না,
বিধাতার কৃপায় পেয়েছো পিতা-মাতার কোল,
তাঁদের আশীষে রচিত প্রাণের হিসাব খাতা।
দেখালেন তারা জগতের আলো,
জীবনের চলার পথে 'মন্দ' কি ভালো।
দেখালেন দু'হাত ধরে ভালো থাকার আলো।
শেখালেন দু'হাত ধরে ভালো আর মন্দ।
পিতা-মাতার পরম গুরু, রাম জুড়িয়া বক্ষ,
তাদের আঁখিতে ঝড়িতে দিও না অশ্রু।
অশ্রু ঝড়িলে হবে না একদিন দস্যু,
বিধাতাকে যদি কভু না করো অস্বীকার,
একথা সত্য যে তার দেখা পাওয়া ভার।
সন্তান চিরঋণী মা-বাবার কাছে
আমাদের কী দেওয়ার আছে,
তাদের জীবনের কাছে।

অন্তরাল

○ পত্রালী মণ্ডল (বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ)
গণিত সাম্মানিক

সময়ের অন্তরালে আজ পথ সমান্তরাল
আন্দের হাসি জুড়ে বিষাদের সুর
আমার অহংকারে আমার কান্নার জল
আমি আজ, আজ তুমি হতে বহু দূর।
তোমার হয়তো মনে নেই সব দিন
আমার হয়তো কান্না তোমাতে রঙিন,
আমার জানি সকাল নিস্তেজ ভোর
আমার সকল আলো সব তোর।
কিছু সত্তায় আনি রক্তচেড়া দাগ
সেতারের সুরে আজ অভিমানের রাগ,
আমার সময় আজ অগভীর তলে,
চলে, সারা রাত্রি তোর কথা বলে।
তবু বিষন্নতায় সব আনন্দের আশা
আগোছালো তুমি, আমাতে দামি,
তোমাতে নূতন, হতে চাই মন,
সারাক্ষণ খোঁজে তোমার ভালোবাসা।।

ভালোবাসার পৃথিবী

○ সৌরভ সেখ (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে
তাই আজ পৃথিবী হাসে।
ফুল ফোটে, ফল হয়
শত্রুতার জন্য নয়।
মন কাঁদে, মন হাসে
মানুষ মানুষকে ভালোবাসে।

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে
তাই আজ সূর্য হাসে।
জাতি ধর্ম না বেছে
সবাইকে গ্রহণ কর হেসে।
জীবন যে সার্থক হবে
মনে সবার আশা রবে।
মানুষ হবে প্রকৃত মানুষ
যদি মানুষ মানুষকে ভালোবাসে।

আজকের ঘুমন্ত সাহিত্য

○ শুভজিৎ পাল (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ)

বাংলার সাহিত্য যা ছিল নজরুলের যা ছিল সুকান্তের
যা ছিল বিবেক চেতনা আর প্রতিবাদে ভরা উন্মাদের।
যে সাহিত্যে ফুটে উঠতো উৎপীড়িত আর শোষিত সমাজ
যে সাহিত্যে ভেঙেছিল সমাজের সব ভেদাভেদ।
কিন্তু কোথায় গেছে আজ সে ?
যে সাহিত্য ফসল ফলায় বহু কাব্যের বুকের তলায়
যে সাহিত্য সমাজে অন্ধকারে দূর করে জ্ঞানের আলো জাগায়।
যে সাহিত্য একদিন খুলে দিত কুটনীতিক সমাজের মুখোশ
যে সাহিত্য কখনো করেনি অশুভ শক্তির আপোষ।
কিন্তু সেই সাহিত্য আজ অন্য রূপ নিয়েছে।
সত্য আর মিথ্যার পালাবদল হয়েছে।
রাজনীতি আর তোষণনীতি বর্তমান সাহিত্যের এক বিচিত্র বিকৃতি
সাহিত্যিকরা সরে গিয়ে, নেতারা হয়েছে দেবতার স্বীকৃতি।
এ সাহিত্য ভুলে গেছে প্রতিবাদের ভাষা, ছেড়েছে যুব সমাজ আশা
ঘুমিয়ে পড়েছে এ যুবসমাজ রাজনৈতিক নেতাদের বশে।
কোথায় গেল সেই নারী নির্যাতন ঘটনা, প্রত্যহ খবরের কাগজে সারিবদ্ধ
অথচ এ সাহিত্য নিরামিষ নিরপেক্ষ, ক্ষমতাসীন রাজনীতির কাছে দায়বদ্ধ।
যে সাহিত্য যে কলম যুদ্ধ করতে তলোয়ারের মতো,
মাৎস্যন্যায়ের যুগে একনায়কতন্ত্রের দাপটে তাদের পরিচয় হয়েছে অজ্ঞাত।
আমাদের বাংলাই আমাদের সমাজে প্রতিবাদ যে বারণ,
আমরা স্বার্থের লোভে ধর্ম, কর্ম, ভ্রাতৃত্ব, মাতৃত্ব বোধ সবকিছু দিয়েছি বিসর্জন।
তবে কী আমাদের সাহিত্য যুব সমাজের কাছে আড়ি নিয়েছে,
নাকি সত্যিই কোন নেশায় আসক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ?

"স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে
স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"
—ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

শূন্য খাতা

○ শুভম দাস (বি.এস.সি., তৃতীয়বর্ষ)
রসায়নবিদ্যা সাম্মানিক

তোমার অন্তরের না বলা অঙ্ক কত
জেনেছি যত আমার ইচ্ছে মতো
আমার সবই আছে শূন্য খাতায়,
না বলা কিছু ডাকে মিথ্যে তুমি
তোমার অবাধ্যতায় আজ তোমাতে আমি
আঁকি, আমায় রাখি, তোমার পাতায়।
নিকোটিনের সুরে তোমায় গল্প
আমার ইচ্ছে যত অল্প অল্প
আমার ভাবনায় তোমার চোখের টান,
আদর চলুক তোমার বাধ্য মতো,
তোমার কান্নায় আমার ভাবনা যত
আবার যেন উঠছে জেগে প্রাণ।
আমি না হয় তোমার রইলাম
তোমার সুরে তোমার খেলায় মাতলাম
তবু কি বলবে আমি তোমার কে ?
বিষন্নতার হাওয়া যখন ছিল
তোমার তলে, তোমার শিরায় শিরায়
প্রেমের তরে, আমি তোমার যে।
তাও বুঝি না কেন ডাকছ না যে
আমায় ধরে তুমি রাখছ না যে
তোমার হৃদয় হতে অন্তর মাঝে,
আমি তো না হয় দ্বন্দ্বে চলি
তবু তোমার হাসির ছন্দে চলি
আমার কান্না এখনো তোমারই আছে।

জীবন বিদ্রুপ

○ অভিজিৎ দে (বি.এ., দ্বিতীয়বর্ষ)
ভূগোল সাম্মানিক

তুই, কেমন আছিস প্রশ্নটা করে তোকে,
বিব্রত করবনা। আমি জানি–
তুই উত্তর দিবিনা। হয়ত তোর ইচ্ছে করে উত্তর
দিতে কিন্তু দিলে যে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হবে।
আজ কেনো জানিনা তোকে
খুব করে লিখতে ইচ্ছে হলো।
তোকে জানাতে ইচ্ছে হলো।
এই মমতাময়ী পৃথিবী এখনো আমায়
বাঁচিয়ে রেখেছে কারণ–
চিঠি লেখাটা আমার অভ্যেস।
এই সোসাল মিডিয়ার দাপটে অনেকেই
চিঠির ধার ঘেঘেনা। আমি তেমনটি নই।
মন ভালো থাকুক কিংবা খারাপ
কলমের কালি হোক বা চোখের অশ্রু
আমি চিঠি লিখি।
অমুককে, তমুককে... একে কিংবা ওকে।
আমার বেশিরভাগ চিঠিগুলোই রয়ে যায়
খাতার প্রাণহীন পাতাগুলিতে।
কেননা, আমি যাদের লিখি
তাদের কারো ঠিকানাই আমার
জানা নেই আর থাকলেও তারা
উত্তর দেবেনা কখনোই।
আজ স্বপ্নকে একটা চিঠি লিখলাম।
তোকে বলা হয়নি কিছুদিন আগে আমার প্রিয়,
স্বপ্ন মারা গেছে।
জানি, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও
তুই কখনোই তা পারবি না, কারণ তুই যে,
আমাকে মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভালোবাসিস।
একদিন হয়তো তোকে না জানিয়েই–
আমি মৃত্যুকে চিঠি লিখব।
কে জানে সেও মুখ ফিরিয়ে
থাকবে কিনা ?

গল্প

মূর্খের পরিচয়

○ ফরমান সেখ (বি.এ., তৃতীয়বর্ষ), বাংলা সাম্মানিক

বাদশা হাজীর বসার ঘর। ঘরটি বেশ ঘুছানো। দেওয়ালের একপাশে ক্যালেন্ডার, আরেক পাশে ঘড়ি। বসার জন্য চারটি চেয়ার ও একটি টেবিল আছে। একটি চেয়ারে বাদশা হাজী বসে আছে–

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর ঃ- বাবু আপনার সাথে দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

বাদশা হাজী ঃ- ঘরে আসতে বল।

চাকর ঃ- চা করে আনবো ?

বাদশা হাজী ঃ- করে নিয়ে আয়।

চাকরের প্রস্থান (দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আসতে পারি ?

বাদশা হাজী ঃ- হ্যাঁ ! আসেন-আসেন - বসেন। (দুজনে বসল)

বাদশা হাজী ঃ- তা বাড়ি কোথায় ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- বহরমপুর শহরে।

বাদশা হাজী ঃ- হ্যাঁ বলুন কী বলতে চান ?

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আমরা আপনার অনেক নাম-ডাক শুনেছি, তাই আপনাকে দেখতে চলে এলাম।

(বাদশা হাজী আনন্দিত হয়ে বলল)

বাদশা হাজী ঃ- যখন মানুষ ভালোবাসা পায় তখন মানুষ ভালো বলতে বাধ্য হয় - সে যে কেউ হোক।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- তা আপনি ঠিক বলেছেন - ভালো মানুষের সুনাম কেউ ঠেকাতে পারেনা।

বাদশা হাজী ঃ- আপনারা কী সোজা এখানে এসেছেন না অন্য কোথাও আসা হয়েছিল ?

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আমরা আপনার পশের পাড়ার সাইদ -এর বাড়ি এসেছিলাম।

বাদশা হাজী ঃ- সাইদ ! সে তো আমারও বাল্য বন্ধু।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- তারই তো কাছে আপনার অনেক সুনাম শুনেছি। তা থাকতে না পেরে কেমন লোক দেখতে চলে এলাম।

বাদশা হাজী ঃ- সাইদ আমার ব্যাপারে কী বলেছে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- আপনি নাকি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন ?

বাদশা হাজী ঃ- কী করবো বলেন - বেড়ানোটাই তো জীবন - না ঘুরলে জীবনে মজা আছে ?

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আপনি কথাটা ঠিক বলেছেন - একটু ফাঁকা হয়ে না ঘুরতে পেলে ভালোলাগে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- তা আপনি কোন কোন দেশ গিয়েছেন ?

বাদশা হাজী ঃ- ওই ধরেন– আরব, বাংলাদেশ, দুবাই, কুয়েত, তুর্কি, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, পাকিস্থান -আরো অনেক দেশে গিয়েছি। (অবাক হয়ে বলল দ্বিতীয় ভদ্রলোক)

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- এতগুলি দেশ গিয়েছেন ?

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আপনাকে তো বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক মনে হচ্ছে।

(কথা শুনে খুশী হয়ে) বাদশা হাজী ঃ- তা বলতে পারেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- তা আপনি কতবার আরব গিয়েছেন ?
বাদশা হাজী ঃ- অনেকবার - তাও দশবার।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- বাংলাদেশ ?
বাদশা হাজী ঃ- পাঁচবার।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- দুবাই ?
বাদশা হাজী ঃ- চারবার। (বিস্মৃত হয়ে)
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- তুর্কি ! তুর্কি কত বার ?
বাদশা হাজী ঃ- যতবারই আরব গিয়েছি, সেখান থেকেই তুর্কি ততবার গিয়েছি।
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- কোয়েত ? কোয়েত ?
বাদশা হাজী ঃ- সেখানে তিনবার গিয়েছি।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- ইরাক-ইরান ?
বাদশা হাজী ঃ- সে দুই দেশে দুইবার করে গিয়েছিলাম।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- আপনি তো শুধু দেশই জাননি, একেবারে মাটি চিনে এসেছেন।
বাদশা হাজী ঃ- একবার গিয়ে কী জানবো দেশের বলেন ?
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- তার জন্যই আপনার 'আউট নলেজ' টা খুব ভালো।
(অর্থ বুঝতে না পেরে) বাদশা হাজী ঃ- সেখানেও তিনবার।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- মানে ?
বাদশা হাজী ঃ- না আপনি যে দেশের নাম করলেন সেখানেও তিনবার গিয়েছি।
(ভদ্রলোক দুজন মনে মনে অবাক হয়ে হাসলেন)
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- সব বুঝেছি।
বাদশা হাজী ঃ- না বুঝলে হবে, আপনারা একটু বসেন - আমি এখুনি আসছি।

(বাদশা হাজীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- আমরা কাকে দেখতে এলাম রে ভাই–
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- সেখানেও তিনবার। (দুজনেই হাসি)
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- এতক্ষণ তাহলে আমরা ভাট বকলাম বসে বসে।
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- বাদশা হাজী লোকটা কেমন সেটা তো জানা গেল।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- জানা মানে একেবারে চেনার সাধ জীবনের মতো মিটে গেল।

(বাদশা হাজী ও চাকর প্রবেশ চা-বিস্কুট নিয়ে)

বাদশা হাজী ঃ- কী হচ্ছে আপনাদের ?
প্রথম ভদ্রলোক ঃ- কিছু না, –এমনি কথা বলছি।
বাদশা হাজী ঃ- চা খান। (চাকর চা ঢেলে দিল)
দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- আবার এসব কেন করতে হবে ?
বাদশা হাজী ঃ- না করলে হবে - আপনার প্রথম আমার বাড়ি এসেছেন।

(তিনজন একসাথে চা খেতে আরম্ভ করল)

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- তাহলে আমরা উঠি–

বাদশা হাজী ঃ- কি বলেন - বিস্কুট-চানাচুর খান। খেতে খেতে একটু গল্প বাড়ানো যাক ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ঃ- ঠিক আছে - অন্য সময় আবার কথা হবে - খাওয়া তো অনেক হল।

প্রথম ভদ্রলোক ঃ- আসি তাহলে–

বাদশা হাজী ঃ- ঠিক আছে আসেন তাহলে।

(ভদ্রলোক দুজনের প্রস্থান)

(চাকরের দিকে নির্দেশ করে বাদশা হাজী বলল)

বাদশা হাজী ঃ- দেখছিস আমাকে বাহিরের লোক কত ভালোবাসে - আমাকে দেখতে শহর থেকে চলে এসেছে, ব্যস্ত লোক হবার সত্ত্বেও। আর আমাকে গ্রামের লোক এখনও চিনতে পারলো না।

চাকর ঃ- আজ্ঞে ! সবাই সবার কদর বোঝেনা।

বাদশা হাজী ঃ- ঠিক বলেছিস - ঠিক বলেছিস।

(দুজনের প্রস্থান)

-- ০ --

গল্প

সমরেসের Diary

○ প্রণব দাস (বি.এস.সি., প্রথমবর্ষ), ভূগোল সাম্মানিক

সমরেস ছিল রাগি, মেজজি ও একটু দুষ্টু। তবে সে কাওকে মিথ্যা কথা বলত না, আর কারো শুনতোও না। পড়া-শোনাতে তার তেমন মনও ছিল না। বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বন্ধু-বান্ধবীদের দৃষ্টিতে সে পড়াতে খুব একটা ভাল নয়, তবে পড়াশোনা সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট। আর সে কখনও কাওকে ছোট ভাবত না। সে প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ে যেত কিন্তু পড়া দিতনা, আর বদমাসি করত মাঝে মাঝে। কোনোদিন শ্রেণির প্রথমদিকে আর কোনোদিন সবকার শেষে বসত। তার বন্ধুরাও তাকে বুঝতে পারতোনা সে আসলে কি। কেননা সমরেস যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে থাকত তখন মনে হত যে তারমতো ভালো বন্ধু আর কেউ নেই, আর যখন সে অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকত তখন সে কোনো বন্ধুকেই চিনতে পারতো না, একাএকা জানালার কাছে বসে জানালার বাইরে চেয়ে থাকত। তবে তার সঙ্গে কোনো বন্ধু কখনো তর্ক করত না, কারণ সমরেস যে বিষয়টা ঠিক জানত, শুধু সেই বিষয় নিয়েই তর্ক করত আর যেটা জানতো না সেটা নিয়ে কখনও নয়। তার বিষয়ে শিক্ষকরাও কিছু জানত তাই তাকে বেশি চাপ দিত না। তবে শিক্ষকরা তাকে ভালছেলে বলেই মানত, কারণ সে শিক্ষকমশাই পড়ানোর সময় কারো সঙ্গে কথা বলতো না, শিক্ষকের বলা সব কথাই শুনত শুধু পড়া করত না। কিন্তু যে দিন কেউ পড়া পারতো না সেদিন ও পারতো এটা তার রহস্যময় গুণ। দেখতে দেখতে সমরেস দশম শ্রেণিতে উঠেগেল। সমরেসের কাছে সমরেসের বাবা ছিল খুব ভালো যদিও সে একটু বেশি ভয়পায় তার বাবাকে। তারপর সমরেসের কথা মতো বই, খাতা, পেন ও যখন যা টাকা চাইত সবি সময় মতো দিত ; কারণ সমরেসের বাবা চাইতো না যে তার জন্য তার ছেলের পড়াশুনা নষ্ট হয়। কিন্তু হঠাৎ খবর এল সমরেসের বাবার কাছে যে, সমরেস ঠিকমতো পড়াশুনা করেনা। সমরেস তার বাবার সামনে আসার আগে জেনে নিয়েছিল যে তার বাবাকে তার নামে নালিশ করা হয়েছে। সমরেস স্কুল থেকে চিন্তা করছে কি করে বাবার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই সব চিন্তা করতে করতে নিচে থেকে তার বাবার ডাক এল সমরেস শুনেযা, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার হাঁটু

New Dimension in Digital Era of Information Technology

O Tuhin Dey [Microsoft Certified Professional], Dept. of Computer Science, Kandi Raj College

We have read "Technology for Mankind" by Jacob Bronowski, A British mathematician, biologist, and science historian of polish origin in class XI-XII English Subject [Old Syllabus in WBCHSE]. In his essay "Technology for Mankind". Bornowski said that technology, primitive and modern is based on the same basic principle. When we breed new strains of corns, we follow the same aim of the first farmers to produce food. Our rockets serve the same purpose of wheels. Thus the aim of all technology is to control nature and make life more comfortable. In that essay, Bronowsky said that technology can be applied for both good and evil. Its misuse will do us incalculable harm. Its good use to may produce an unknown evil. For instance, technology has made modern war more horrible. Hiroshima bears its proof. So, we must responsibly use technology. Bronowsky said that the tools of the past are made to in modern times. That is how we got the birth of machines. The tool hammer is made into a trip hammer.

After Bronowsky, man invented a thing like a plough or a boomerang or a wheel or a hut out of necessity. When he wanted to make those things strong and durable, civilization gradually made on from stone to bronze to iron to the light metals of the day. Yes in this present cyber age, Age of Android based Smart Phone, Age of Digital apps, Age of all online, Age of Social Media, Age of Youtube, Age of Drone, Here I am trying to focus little bit of some new dimension of Information Technology which helps the students of this area. According to me, today, Information is the most precious khazana in this rapid growing dynamic world. If we keep our data properly rather safely we may become most important in this innovative world, yes the search engine "Google" become Verb today in our day-to-day transaction because we get all sorts of information here which is very informative for the students teachers researchers, rather say for all strata of people. Information along with technology became big boom to make our life healthy as well as wealthy in this fascinating world. I am disclaiming here that I am not the exceptional one. To write this article I have also taken helps to collect a lot of information from web to furnish this article.

An Information Technology is a set of interrelated components that work together to collect, process, store and disseminate information along with technology to support decision making, coordination control, analysis, and visualization in an organization or even an educational institution.

Information technology systems are the foundation for conducing education today. It plays a critical and vital role in increasing productivity and organizational survival thus making it hard for an organization to continue to exists without extensive use of it in the dynamic educative world. So an Information technology ststem represents a combination if management, organizational skill and technology element. In reality Today IT i.e. Information Technology affect a much larger part of an institution itself, such as institutional products, aims, objectives and structure. Powerful computers, a lot of software and networks, including Internet, have helped institution become more flexible, more and more educational activities at all levels involve the use of Information Systems. Traditional Library become Digital library so that all pupil of an institution can access the desire information by taking proper authentication from E-Librarian at any corner of this globe with the advent technological system. Pupil can take education today e-learning method. This is also a new dimension what I am taking about this digital era. So all first of all we have to adopt the right technology in right sense or way. We have to setup the Technology aloth with the proper training that helps other to make them smart.

Here I am going to discuss very briefly some few terms which make this present world lucrative as well as make all strata of pupil to rethink their career to the proper dimension.

1. **Big data**
2. **Informatics**
3. **Artificial Intelligence & Robotics**

And in next episode I will try to discuss the term **CLOUD COMPUTING** and **HACKING** for the best interest of the students.

BIODATA

Today, many organizations are collecting, storing an analyzing massive amounts of Data i.e the repositories of large volumes of data. This data is commonly referred to as "big data" because of its volume, the velocity and which it

arrives, and the variety of forms it takes. Big data is creating a new generation of decision support data managemant. Big institutions / organizations are recognizing the potential value of this data and are putting technologies, pupil and processes in place to capitalize on the opportunities. A key to deriving value from big data is the use of analytics. Big data is today spawning a new area of practice and study called "Data Science" that incorporates the techniques, tools, technologies and processes for making sense out of big data. It is helping enormously to create new jobs and changing the existing ones. It helps in the fields of health also. Big data analytics technology is so important to health care. By analyzing large amount of information - both structured and unstructured - quickly, health care providers can provide lifesaving diagnoses or treatment options almost immediately.

Informatics :

First I would like to say the concept is new and to make it common for all it will take some time. So please, just go through and try to understand a little bit.

Informatics is developing its own fundamental concepts of communication, knowledge, data, interaction and information and relating them to such phenomena as computation, thought and language. Informatics is the study of the structure, behavior, and interactions of natural and engineered computational ststems. Informatics studies the representation, processing, and communication of information in natural and engineered systems. It has computational, cognitive and social aspects. It has computational, cognitive and social aspects. Informatics (CS) is concerned with designing and producing informatics 'tools', such as : algorithms, programs, systems, methods, theorems. Lets take example of Health informatics. Health informatics is a term describing the acquiring, stroring, retrieving and using healthcare information to foster better collaboration amont a patient's varous healthcare providers. Health **Informatics** plays a critical role in the push toward healthcare reform. It plays vital role also in ICT.

Informatics has many aspects and emphasis on a number of existing academic disciplines - Artificial Intelligence, Cognitive Science and of course Computer Science. Each takes part of informatics as its natural domain : in board terms, Cognitive Science concerns the study of natural systems. Computer Science concerns the analysis of computation and design of computing

systems. Artificial Intelligence plays on connecting role designing systems which emulate those found in nature. Informatics also inform and is informed by other disciplines also except from the above three key discipline. Such as Mathematics, Electronics, Biology, Linguistics and Psychology. Thus it provides link between disciplines with it's oen methodologies and perspectives, bring together a common scientific paradigm, common engineering methods.

We all are aware of three fundamental questions of Science are - "What is matter ?" "What is life ?" and "What is Mind ?". First two from Physical and Biological Science. The Informatics enables us in understanding the latter two by providing a basis for the study of organization and process in biological and cognitive systems. Informatics provides an enormous range of problems and opportunities. Informative become more successful and powerful when it enables to overcome all sorts of challenges in this emerging world...

Artificial Intelligence & Robotics :

Today it become boom in IT industry as well as Mobile Computing. Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans. The term was coined in 1956 by John McCarthy at the Massachusetts Institute of Technology. According to the rather of Artificial Intelligence, John McCarthy , it is *"The science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programms"*. Artificial Intelligence is a way of making a computer, a computer-controlled rebot, or a software think intelligently, in the similar manner the intelligent humans think. Some of the activities computers with artificial intelligence are designed that include : Speech recognition, Learning, Planning & Problem solving_Artificial Intelligence System (AIS) was distributed computing project undertaken by Intelligence Realm, Inc. with the long-term goal of simulating the human brain in real time-Cleverbot. It is a chatterbot that's modeled after human behavior and able to hold conversation. It does so by remembering words from conversations. The responses are not programmed.

The main Goal of Artificial Intelligence (AI) is to Create Expert Systems - The systems which exhibit intelligent behavior, learn, demonstrate, explain, and advice its users. To Implement Himan Intelligence in Machines - Creating systems that understand, think, learn, adn behave like humans. AI programs heve been written in just about every language ever created. The most com

mon seem to be Lisp, Prolog, C/C++, recently Java, and even more recently, Python. In today's world various experts ststems begining from washing machines to speech recognition systems employs the concept of aftificial intelligence. AI has been dominant in various field such as gaming, Natural language Processing, Expert systems, Vision Ststems, Speech recognition, handwriting recognition and Intelligent Robots. Robotics is also a major field related to AI. Robots require intelligence to handle tasks such as object manipulation and navigation, along with sub-problems of localization, motion planning and mapping. Robots are able to perform the tasks given by a human. They have sensors to detect physical data from the real world such as light, heat, temperature, movement, sound, bump and pressure. The have efficient processors, multiple sensors and huge memory, to exhibit intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment.

Study in the above field may build a beautiful career of a concerned student who is interested to prosper his career in those buzz field because there are ample of opportunities, lesser competition and finally but not the least to play some innovative ideas to conribute a new theme to upcoming society.

-- 0 --

"আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নে আস্থা ছিল। আর আমি কাজটা ভালবাসতাম। ফেসবুক বিফল হলেও আমার ভালবাসাটা থাকত। জীবনে একটা স্বপ্ন থাকতে হয়, সেই স্বপ্নকে ভালও বাসতে হয়।"

—মার্ক জুকারবার্গ

জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সমাজে নারীদের অবস্থান নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য

নবনির্মিত কলেজ গেট

ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কিছু ছবি